বাঁয়ে : ভেড়িবাঁধের ওপর ঘের মালিকের সশস্ত্র লোকদের বাংকার। এর ভিতর থেকেই নিরীহ জনতার ওপর গুলী ও বোমা হামলা চলে। ডানে নিহত করুণার দুই পুত্র। – সংবাদ

পাইকগাছায় ফসলী জমিতে চিংড়ি চাষের চেষ্টা

বিদেশী সাহায্যের প্রকল্প বন্ধ হবার পথে জনমনে বিক্ষোভ ।। প্রশাসন নীরব

।। মানিক সাহা ।।

খুলনা, ১৯শে নভেম্বর।– সরকারী সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে পাইকগাছার ২২ নম্বর পোল্ডারে ফসলী জমিতে চিংড়ি ঘের করা হলে খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত

খুলনা : হরিণখোলা গ্রামে ভেড়িবাঁধের ওপর পুলিশ ক্যাম্প। – সংবাদ

নেদারল্যাণ্ড সরকারের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি বিশেষ ডিভিশন 'ডেল্টা' (নেদারল্যাণ্ড সরকারের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট) পাইকগাছা ও ডুমুরিয়া উপজেলাসহ দক্ষিণাঞ্চলের ৫টি পোল্ডার এলাকায় এসকল প্রকল্পের কাজ করছে।

পোল্ডারগুলো হচ্ছে : ২২, ২৬, ২৯, ২১ ও ৩১/১। ভবিষ্যতে ১৭/১ ও ৩১/২ পোল্ডার দু'টি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। ডেল্টা (ব–দ্বীপ উন্নয়ন প্রকল্প) ১৯৮৪ সাল থেকে উপরোক্ত ৫টি পোল্ডারের উন্নয়নের জন্য ৮ কোটি টাকা খরচ করেছে। এ সকল প্রকল্পের জন্য ১৯৯০–৯৫ সালে নেদারল্যাণ্ড সরকার আরো ৫০ কোটি টাকা সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে।

ডেল্টা বিভিন্ন পোল্ডার এলাকার উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প নিয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। একাজে সাহায্য করছে 'নিজেরা করি' নামের স্থানীয় একটি সংস্থা।

সাধারণ মাছ চাষ করছে। এছাড়া ভেড়ি বাঁধ মেরামত ঠিকাদারদের মাধ্যমে না করিয়ে এলাকার মানুষদের মাধ্যমে করানো হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ডেল্টার আর্থ–সামাজিক উপদেষ্টা ডঃ সুবিনয় নন্দীর সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, ২২ নম্বর পোল্ডার এলাকায় ৩০টা টিউবওয়েল, ১০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা, ৪টা স্কুল গৃহ নির্মাণ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প, ১০টা কালভার্ট, কৃষিকাজের জন্য ৪৬টা সেচ পাইপ, ড্রেনেজ পাইপ, পাওয়ার টিলার, বাঁধের ভেতর খাল খনন, ছোট চাষীদের সার ক্রয়ের জন্য ভুর্তকি প্রদান, পশু চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি কাজ চলছে। এর ফলে মানুষের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে।

হরিণখোলা ও বিগরদানা সফরকালে এই প্রতিনিধিকে এলাকার অনেক কৃষকই ফসলী জমিতে চিংড়ি চাষ করতে চান না বলে জানান।

গত ৭ই নভেম্বর ২২ নম্বর

বাধা উপেক্ষা করে মিছিলসহ হরিণখোলা গ্রামে যেয়ে জনতা নিহত করুণা সর্দারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভর ভিত্তি স্থাপন করে।

হরিণখোলায় যাতে চিংড়ি ঘের স্থাপন না হয় এবং ৭ই নভেম্বরের হামলার বিচারের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাইকগাছায় রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে 'অন্যায় প্রতিরোধ কমিটি।' এই কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

এই প্রতিনিধি সম্প্রতি হরিণখোলা ও বিগরদানা এলাকা সফর করেন। এ সময় দেখা যায় ঘেরমালিকের সশস্ত্র লোকজন ভেড়ি বাঁধের ওপর মাটি দিয়ে বাংকার তৈরী করছিল। গ্রামবাসীরা জানান, এই বাংকার থেকে ঘেরমালিকের লোকজন তাদের ওপর বন্দুকের গুলী ও বোমা হামলা করেছে।

হরিণখোলা গ্রামের মালেক সর্দার বললেন, সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাদের বাড়ীতে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। একপর্যায়ে তারা তার স্ত্রী রোকেয়া বেগমকে মারধর করে।

একই গ্রামের পীর আলী গাজী ও তার স্ত্রী দোলজান বেগম জানালেন, হরিণখোলা বিলে তাদের ১০ বিঘা জমি আছে। কিন্তু এক বিঘাও তারা চিংড়ি ঘের করার জন্য লীজ দেয়নি।

এই এলাকা সফরকালে দেখা গেল কিছুসংখ্যক জমির মালিক হরিণখোলায় চিংড়ি ঘের স্থাপনের জন্য তাদের জমি লীজ দিয়েছে। এরা মূলত এই এলাকায় বসবাস করে না। চিংড়ি ঘেরের যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তার বাইরে থাকেন এ সকল জমির মালিকগণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের খুলনার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ.কে.এম আবু